বোয়ালদার গ্রাম পঞ্চায়েতের নানা উদ্যোগ

বিকেন্দ্রীকৃত পঞ্চায়েতীরাজ প্রক্রিয়া ও পদ্ধতির মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণে
আঞ্চলিকভাবে প্রাসঙ্গিক শিক্ষায় স্থানীয় স্বশাসিত সরকারের তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকার
এক সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন (২০১৩-২০১৫)

সহযোগিতায়

অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভস এর প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য সোসাইটি ফর পার্টিসিপেটরি অ্যাকশন অ্যান্ড রিফ্লেকশন (স্পার)

আঞ্চলিক ও প্রাসঙ্গিক শিক্ষায়
বোয়ালদাড় গ্রাম পঞ্চায়েতের নানা উদ্যোগ

বিকেন্দ্রীকৃত পঞ্চায়েতীরাজ প্রক্রিয়া ও পদ্ধতির মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণে
আঞ্চলিকভাবে প্রাসঙ্গিক শিক্ষায় স্থানীয় স্বশাসিত সরকারের তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকার
এক সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন
(২০১৩ – ২০১৫)

সহযোগিতায়

অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভস এর প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য সোসাইটি ফর পার্টিসিপেটরি অ্যাকশন অ্যান্ড রিফ্লেকশন (স্পার)

সরকারি পঞ্চায়েতের মুষ্টি আমাদের পল্লীর কণ্ঠে দৃঢ় হইবার পূর্বেই আমাদের নিজের পল্লী পঞ্চায়েতকে জাগাইয়া তুলিতে হইবে।

- রবীন্দ্রনাথ

ভূমিকা

আমরা মনে করি অঞ্চলের শিক্ষা প্রোথিত থাকবে সংস্কৃতির গভীরে এবং সেটা হয়ে উঠবে অঞ্চলের প্রতিদিনের জীবনযাপনের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক। এই লক্ষ্যকে মাথায় রেখে আমরা আমাদের গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ৪১ টি বিদ্যালয়ের ভিতর প্রাথমিক ভাবে ২৩টি বিদ্যালয় নিয়ে ২০১৩ সাল থেকে এক যাত্রা শুরু করেছিলাম । এই যাত্রাপথে আমরা সবথেকে গুরুত্ব দিয়েছিলাম জীবনযাপনের জন্য যে দক্ষতা লাগে তা হাতেকলমে ছাত্রছাত্রীদের রপ্ত করিয়ে দিতে, যাতে তারা তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের নানা প্রতিবন্ধকতা ও প্রতিকূলতার মোকাবিলা সহজেই করতে পারে এবং পাশাপাশি যাতে ছাত্রছাত্রীদের সার্বিক বিকাশ হয়। এছাড়াও ১৪ বৎসর থেকে মোটামুটি ২৫ বৎসর পর্যন্ত যারা বিভিন্ন কারণবশত মাধ্যমিকও উত্তীর্ণ হতে পারেনি ও জীবিকা নির্বাহের তেমন কোন সংস্থানও নেই তাদেরকে আমরা গ্রামীণ জীবনযাপনের উপযোগী কিছু বিষয়ে দক্ষ করে ও সহায়তা দিয়ে কিছুটা হলেও স্বাবলম্বী করে তোলার চেষ্টা করেছি, যার মাধ্যমে তারা তাদের পরিবারে কিছুটা বাড়তি আয়ের যোগান সারা বছর ধরে দিয়ে যেতে পারে এবং হতাশা মুক্ত হতে পারে।

তবে ২০১৩ সালে বৃহৎ উদ্দ্যেশে নেওয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের এক ক্ষুদ্র উদ্যোগ ২০১৫ সালে যে ব্যাপকতা ও ব্যাপ্তি লাভ করেছে তা কলকাতাস্থিত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভ ও তার স্থানীয় প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য “স্পার” এবং আমাদের গ্রাম পঞ্চায়েতের যৌথ উদ্যোগ ব্যতিরেকে তা কখনোই সম্ভবপর হত না। আর সবশেষে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই সকল পঞ্চায়েত সদস্য / সদস্যাগণকে, বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক/শিক্ষিকা মণ্ডলীকে, অঞ্চলের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে, অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক, সমিতি এডুকেশন অফিসার, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও অন্যান্য সদস্যগণকে এবং ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক ও অন্যান্য সকল আধিকারিকগণকে, যাঁদের সক্রিয় সহযোগিতা ও আন্তরিক প্রচেষ্টায় আজ আমরা এতটা পথ এসেছি এবং ভবিষ্যতে আরো এগিয়ে যাবো আশা রাখছি।

শ্রী পিন্টু বসাক

প্রধান, ৪নং বোয়ালদাড় গ্রাম পঞ্চায়েত

শিক্ষা হবে প্রতিদিনের জীবনযাত্রার নিকট অঙ্গ। চলবে তার সঙ্গে একতালে একসুরে।
--রবীন্দ্রনাথ

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

ক। স্কুলের শিক্ষক–শিক্ষিকাগণ অঞ্চলের স্থানীয় জ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ ব্যক্তিবর্গকে বিদ্যালয়ে যুক্ত করে ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে কলমে আঞ্চলিক জ্ঞান ও সংস্কৃতি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি ঘটাবে এবং সেই জ্ঞানের বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে ছাত্র ছাত্রীদের দক্ষ করে তুলবে তাদের সার্বিক বিকাশের লক্ষ্যে।

খ। বিদ্যালয় কতৃপক্ষ, বিদ্যালয় পরিচালন কমিটি এবং অভিভাবক সমিতি প্রশিক্ষিত হয়ে সক্ষম হবে নিয়মিত পাঠক্রমের পাশাপাশি এই গ্রামীণ উপযোগী ও আঞ্চলিক বিষয়গুলিকে গ্রহণ করে এগিয়ে নিয়ে যেতে।

গ। ১৪ বৎসর থেকে ২৫ বৎসর পর্যন্ত যারা মাধ্যমিক অনুত্তীর্ণ এবং যারা কিছুই করতে পারছে না তাদের গ্রামীণ জীবন-জীবিকা উপযোগী দক্ষতা হাতে কলমে বৃদ্ধি করে তাদের সহায়ক জীবিকার কিছু ব্যবস্থা করা পরিবারের বাড়তি আয়ের জন্য।

ঘ। অন্যান্য গ্রাম পঞ্চায়েতও এই উদ্যোগে প্রভাবিত হয়ে এই ধরণের উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

শুরুর কথাঃ

এখানে প্রথমেই উল্লেখ করা যেতে পারে যে ৪নং বোয়ালদার গ্রাম পঞ্চায়েত বাছাই করার কারণ হল কেন্দ্রীয় সরকারের গ্রামীণ পারিবারিক সমীক্ষা অনুযায়ী দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাসকারী পরিবার, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, তপশীল জাতি – উপজাতি, ভূমিহীন পরিবার ও প্রান্তিক চাষীর সংখ্যা বেশি এবং জীবিকার জন্য স্থানান্তকরণ স্কুলছুটদের সংখ্যাও বেশি। সরকারী এই তথ্যগুলি প্রথমে বিশ্লেষণ এবং স্থানীয় অংশীদারী সংগঠনের সাথে এলাকা ও গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয় পরিদর্শন করা হয়।এরপর যৌথ উদ্যোগে শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরণের কাজ নিয়ে সমস্ত দলের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, প্রধান, উপ-প্রধানসহ সকল গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য/সদস্যা, পঞ্চায়েত কর্মচারীবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা ও সহমত তৈরি হয়। এরপর আগস্ট ২০১৩ সালে এলাকার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের সাথে আমাদের কাজ নিয়ে আলোচনা শুরু করি ও বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষামূলক তথ্যচিত্র প্রদর্শনির মাধ্যমে কাজ শুরু হয়। বোয়ালদার গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন ১৬ টি সংসদেই শিক্ষা নিয়ে এই কাজ শুরু হয়। পরবর্তী সময়ে বোয়ালদাড় গ্রাম পঞ্চায়েত স্কুলের বাইরে স্কুলছুটদের নিয়েও কাজ শুরু করে। সেই শুরুর দিনগুলি থেকে এখন অবধি আমাদের কাজ বা উদ্যোগগুলির বিস্তৃত বিবরণ নিচে তুলে ধরা হল।

১। এল সি ডি শো

৪নং বোয়ালদাড় গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট ১৬ টি সংসদের ২৩ টি স্কুলে ৮৪৩ বার এল সি ডি শো হয়েছে। এর মাধ্যমে স্বাস্থ্য, পুষ্টি, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, মূল্যবোধের কাহিনী, মনিষীদের জীবনী, শাকসবজি পরিচিতি,

আনন্দ মূলক তথ্য চিত্র দেখানো হয়েছে। এর ফলে বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতি ,পায়ে চটি পড়ার প্রবণতা, পরিষ্কার হয়ে বিদ্যালয়ে আসার হার বৃদ্ধি পেয়েছে।

২। পুষ্টি বাগান

বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্র-ছাত্রীদের সহায়তায় ও স্থানীয় গ্রামবাসীদের উদ্যোগে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে তৈরী হয়েছে রাসায়ণিক সার বিষ বিহীন পুষ্টি বাগান। সবার এই মিলিত উদ্যোগে গ্রামবাসীরা কেউ দিচ্ছে বাগান ঘেরা দেবার বাঁশ, কেউ দিচ্ছে বাগানের মাটি ও বেড়া তৈরি করার শ্রম, পঞ্চায়েত থেকে কোথাও দেওয়া হচ্ছে ঘেরা দেবার জাল, বীজ প্রভৃতি। এছাড়াও কিছু কিছু বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে আমরা মাটি ফেলে বাগান করার জায়গা ও তৈরি করে দিচ্ছি পাশাপাশি MGNREGS এর মাধ্যমে পুষ্টি বাগান তৈরি করার জমি তৈরী করে দিচ্ছি। ছোটছোট পড়ুয়ারা কিশোর বয়স থেকেই বাগান করতে করতে হাতে কলমে শিখে নিচ্ছে কিভাবে একটি পুষ্টিবাগান গড়ে ওঠে এবং কিভাবে তার রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। পাশাপাশি তারা শিখছে অপুষ্টি দূর করতে কোন ধরনের শাক-সবজি বেশি করে খাওয়া উচিত এবং তাদের খাদ্যগুণ। সাথে সাথে তারা পরিচিত হচ্ছে নানা ধরণের বীজের সাথে। এইভাবে তারা আনন্দদায়ক এক প্রকৃতিপাঠের রস আস্বাদন করছে। এখন পর্যন্ত ২৩ টি স্কুল পুষ্টি বাগানের জন্য গ্রামবাসী ও বিদ্যালয়গুলি খরচ করেছে মোট ২৭৫০০.০০ টাকা এবং পঞ্চায়েতের বিভিন্ন তহবিল থেকে মোট ১,১৫,০০০.০০ টাকা এই ৩ বছরে ব্যয় করা হয়েছে। পাশাপাশি এই সব পুষ্টিবাগানে যেসব শাক সবজির চাষ করা হচ্ছে, সেই সব শাক সবজির বীজ কিভাবে ভবিষ্যতের জন্য সংরক্ষণ করা হয়, তাও ছাত্র ছাত্রীদেরকে শেখানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

৩। ফলের গাছের নার্সারি

অপুষ্টির সঙ্গে লড়াই করতে হলে বিভিন্ন শাক-সবজির পাশাপাশি বেশ কিছু ফল খাওয়াটাও প্রয়োজন। তাই ৪নং বোয়ালদার গ্রাম পঞ্চায়েত স্কুলে স্কুলে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে চার রকম ফল গাছের (পেঁপে, বেদানা, নজনে, পেয়ারা) নার্সারী করার। স্কুলের শিশুরা বাড়ি থেকে কেউ আনছে অল্প অল্প করে মাটি আবার কেউ আনছে সার, স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য এবং শিক্ষক-শিক্ষিকারা যোগাড় করছে প্রয়োজনীয় বাকি মাটি ও সার, গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে প্রদান করছে নার্সারীর প্রয়োজনীয় বীজ, ঝারি ও

প্যাকেট। স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের তত্ত্বাবধানে স্কুল চত্বরেই গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে প্রযুক্তি ও কারিগরি সহায়তায় শিশুরা আনন্দের মধ্য দিয়ে শিখছে কিভাবে নার্সারী তৈরি হয়। আর নার্সারী চারা উঠলে তা কিছু লাগানো হচ্ছে স্কুল চত্বরে আর বেশিরভাগ চারা বিতরণ করা হচ্ছে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে তাদের নিজেদের বাড়িতে লাগানোর জন্য। ছাত্রছাত্রীরা নিরন্তর এই কর্মকান্ডে যুক্ত থাকার ফলে তারা প্রত্যক্ষভাবে জ্ঞানার্জন করছে কিভাবে বীজ থেকে অঙ্কুরোদ্গম হচ্ছে, চারা হচ্ছে। এছাড়াও বিদ্যালয়গুলিতে MGNRGESএর মাধ্যমে ফলের গাছ লাগানো হয়েছে । এখন পর্যন্ত ২১টি স্কুলের ১২০০ অধিক ছাত্রছাত্রীকে প্রায় ৫০০০ ফলের চারা নিয়েছে এবং যার মধ্যে এখন অবধি প্রায় ২০০০ চারা বেঁচে আছে।

৪। বীজ পরিচিতি

ছোটবেলা থেকেই শিশু কিশোররা বিদ্যালয়স্তর থেকেই শিখছে কোন ফসলের বীজ কেমন, সেটি কোন সময় লাগাতে হয় – এর মাধ্যমে হাতে কলমে ২৩ টি বিদ্যালয়ে প্রত্যক্ষভাবে তারা বিভিন্ন বীজ সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জন করছে। সেইসঙ্গে এরমধ্যে ৭ টি বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা বীজ ক্যালেন্ডার তৈরি করানো হয়েছে । বাকি বিদ্যালয়গুলিতে বীজ ক্যালেন্ডার তৈরি করানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে ।

৫। পুষ্টি ম্যাপিং

দেশ গঠন কিংবা শিক্ষার উপলব্ধির ক্ষেত্রে শিশুর স্বাভাবিক শারীরিক সক্ষমতা বজায় রাখাটা অত্যন্ত জরুরি কারণ শারীরিক বিকাশের সাথে সাথে মানষিক বিকাশ অঙ্গাঅঙ্গি ভাবে যুক্ত আর এজন্য ছোটবেলা থেকে প্রথমেই তাদের অপুষ্টির অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে হবে। বিশেষজ্ঞ কমিটির এই সুপারিশের কথা মাথায় রেখে অপুষ্টির খোঁজে তাই স্কুলে স্কুলে পুষ্টি ম্যাপিং (BMI) শুরু করেছে ৪নং বোয়ালদার গ্রাম পঞ্চায়েত। শিশুদের BMI নির্ণয় করে BMOHএর সহযোগিতায় আশা কর্মী ও A.N.M দের সহায়তায় ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকদের তার সম্পর্কে অবহিত করা হচ্ছে এবং বিভিন্ন প্রকারের রাষায়ণিক সার বিষ বিহীন ফসলের উপযোগীতা ও সেই আঙ্গিকে স্কুলের পুষ্টি বাগানের গুরুত্ব বোঝানো হচ্ছে। সেইসঙ্গে স্থানীয় একটি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও আরও তিনটি কো-এড উচ্চ বিদ্যালয়ে কিশোর কিশোরী পড়ুয়াদের নিয়মিত ভাবে স্বাস্থ্য বিষয়ে কাউন্সেলিং করানো হচ্ছে । এই কাউন্সেলিংএর মধ্যে যেসব বিষয় গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে সেগুলি হল – কিশোর কিশোরীদের বয়সন্ধিকালিন সমস্যাও মানসিক চাপ এবং স্বাস্থ্য

– পুষ্টি বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি প্রভৃতি । এখন পর্যন্ত ১৩টি স্কুলের ৬৭০ জন ছাত্রছাত্রীর BMI নির্ণয় করে অভিভাবকদের সাথে আলোচনা করার পর বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়ে ৩১৫ জন সবথেকে অপুষ্ট ছাত্রছাত্রীদের ৭-৮ রকম শাক-সব্জীর বীজ দেওয়া হয়েছে ঘরোয়া পুষ্টিবাগানের জন্য। পাশাপাশি বাকি ছাত্রছাত্রীদেরও ঘরোয়া পুষ্টিবাগানের জন্য বীজ দেওয়া হয়েছিল তাদের পুষ্টির মান যাতে ধরে রাখতে পারে। বর্তমানে তারা এই শাকসব্জী খাচ্ছে ও কিছু তারা স্কুলেও আনছে মিড ডে মিলের জন্য।

৬। শিক্ষাঙ্গনে স্বাস্থ্য ও শরীরচর্চা, সৃজনমূলক ও কর্মমূলক পাঠ ও শিল্পকলার চর্চা

বর্তমান পাঠ্যক্রম, পাঠ্য ও কৃত্যসূচীতে শিশুর আনন্দ আকর্ষণকে এক অপরিসীম গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি নতুন শিক্ষাক্রমে সৃজনশীল কৃত্যসূচীর গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এর সাথে সাথে মহাপুরুষের জীবনের গল্প, আত্মচরিত শোনা, বলা ও পাঠ করার মাধ্যমে শিশুর কাছে একটি লক্ষ্য ও আদর্শ স্থাপন খুবই জরুরী। এই ভাবনাকে সামনে রেখে ৪নং বোয়ালদার গ্রাম পঞ্চায়েত স্কুলের নিয়মিত পড়াশুনাকে ব্যহত না করে তাদের স্থানীয় অঞ্চলের কিছু মানুষজনকে স্কুলে স্কুলে যুক্ত করেছে ছোট ছোট শিশুদের মানষিক ও নানান সৃজনাত্মক প্রতিভার বিকাশের লক্ষ্যে। আবার কোন কোন স্কুলে শিক্ষক-শিক্ষিকারা নিজেরাই এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এই কর্মকান্ডের মাধ্যমে কোথাও শিশুরা আনন্দের মাধ্যমে জানছে নানা বিষয় যেমন স্থানীয় উৎসব, কিভাবে কাগজ, মাটি, গাছের পাতা ইত্যাদি দিয়ে বিভিন্ন সামগ্রী তৈরী করা যায়, কোথাও তারা শিখছে নাচ, গান, ছড়া, আবৃত্তি, আবার কোথাও বা ব্যায়্যাম।আবার তারা শিখছে কলম কাটিং, বিভিন্ন গাছ ও তাঁর গুণাবলী সম্বন্ধে । এখানে বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য যে স্থানীয় এলাকাতে যে স্থানীয় উৎসব পালন করা হয় এবং সেই উৎসবগুলিতে যে ট্র্যাডিশনাল খাবারের প্রচলন রয়েছে তাও তাঁদের তৈরি করানো শেখানো হয়েছে। সেই খাবার তৈরি করা শেখার ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে প্রবল উৎসাহের সৃষ্টি হয়েছে। যেমন স্থানীয় তাল নবমী উৎসব উপলক্ষে ছাত্রছাত্রীরা তালের বিভিন্ন খাবার তৈরি করা শিখেছে । পাশাপাশি তারা শুনছে নানা শিক্ষামূলক গল্প এবং স্থানীয় পুরাণ, নীতি ও মূল্যবোধের কাহিনী । এরসাথে বিশ্ব উষ্ণায়ন বিষয়ে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে তথ্যচিত্র দেখানো হয়েছে এবং ছাত্রছাত্রীরা এই বিষয়ে নিজেদের মতামত ও উপলব্ধি ব্যাক্তি করেছে । ছাত্রছাত্রীরা উৎসাহিত

হয়ে নিজেদের বিদ্যালয়ে দেওয়াল পত্রিকা প্রকাশ করছে। এখন পর্যন্ত আমরা ৪১টি স্কুলের ভিতর ১৩টি স্কুলে এই উদ্যোগ গ্রহণ করতে পেরেছি।

৭। শিক্ষামূলক ভ্রমণ ও পরিদর্শন

বিশেষজ্ঞ কমিটির অন্তর্বর্তী সুপারিশক্রম নতুন পাঠক্রমে ছাত্রছাত্রীদের স্থানীয় বিভিন্ন জায়গা পরিদর্শনের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। বইয়ের পাশাপাশি যার মধ্যে দিয়ে পড়ুয়ারা তার স্থানীয় ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করতে পারছে। বোয়ালদাড় গ্রাম পঞ্চায়েত স্কুলের MTC কমিটিতে আলোচনা ও অভিভাবকদের সহমতির ভিত্তিতে গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থানীয় সদস্য/শিক্ষা সঞ্চালক/ প্রধানের উপস্থিতিতে শিক্ষামূলক ভ্রমণ সংঘটিত করছে। যেমনঃ বালুরঘাট জেলা মিউজিয়াম, দোগাছি ফরেস্ট প্রভৃতি জায়গায়। এরকম ৫টি স্কুলের শিক্ষামূলক ভ্রমণ করতে আমরা এখনও পর্যন্ত সমর্থ হয়েছি । এই উদ্যোগ দেখে উৎসাহিত হয়ে ৫টি বিদ্যালয় নিজ উদ্যোগে শিক্ষামূলক ভ্রমণ করেছে । এছাড়াও ৫টি বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে এক্সপোজার করানো হয়েছে । এই এক্সপোজারের মধ্যে আছে মূলত গাছগাছালির নার্সারি, ফসল চাষ পদ্ধতি, এলাকার সম্ভাব্য নতুন ফসল পরিচিতি প্রভৃতি।

৮। MTC/ PTA মিটিং

বোয়ালদাড় গ্রাম পঞ্চায়েত স্কুলের MTC কমিটিতে আলোচনা ও অভিভাবকদের সহমতির ভিত্তিতে গ্রাম পঞ্চায়েতের এই উদ্যোগ বিদ্যালয় গুলিতে কার্য্যকর করতে সক্ষম হয়েছে । এরফলে ছাত্রছাত্রিরা অভিভাবকের সহযোগিতায় নিজেদের বাড়িতে পুষ্টি বাগান তৈরি করতে শিখছে ও স্বাস্থ্য সচেতনতা তৈরি হচ্ছে । এই MTC/ PTA মিটিংয়ের মধ্য দিয়ে পঞ্চায়েত ও বিদ্যালয়গুলির সঙ্গে কম্যুনিটির সংযোগ বা সম্পর্ক সুদৃঢ় হচ্ছে । এই মিটিংগুলি পঞ্চায়েতের তরফে বিদ্যালয়গুলিতে আয়োজন করা হয়েছে এবং ২০১৩ – ২০১৫ অবধি ২৩১টি মিটিং হয়েছে।

৯। সৃজন মেলা

পঞ্চায়েতের উদ্যোগে গত ২০১৫ সালের ১১ই মে সৃজন মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে । এই মেলায় ৩৮ টি বিদ্যালয়ের ৫১২ জন ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করেছে। সেই সঙ্গে বিদ্যালয়গুলির শিক্ষক- শিক্ষিকাবৃন্দ ও ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকরাও স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে সমগ্র সৃজন মেলাটিকে প্রাণবন্ত করে তোলেন। পাশাপাশি স্থানীয় মানুষের অংশগ্রহণের ফলে মেলাটি আরও

জমজমাট হয়ে ওঠে। মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন রাজ্যের প্রাক্তন স্বাস্থ্য সচিব তথা অর্থ কমিশনের বর্তমান সদস্য শ্রী দিলীপ ঘোষ। শিশুদের সৃজন শক্তিকে আরও বিকশিত করার ক্ষেত্রে ভবিষ্যতেও এই ধরণের মেলার আয়োজন করা হবে।

১০। বিশেষ বিশেষ দিবস পালন

স্কুলের উদ্যোগে বিভিন্ন সময়ে স্বাধীনতা দিবস, প্রজাতন্ত্র দিবস, শহীদ ক্ষুদিরামের জন্ম ও মৃত্যু দিবস, নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর জন্মদিন প্রভৃতি পালন করা হয়েছে। এইসব বিশেষ বিশেষ দিবস উপলক্ষে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে নাচ, গান, নাটক, অঙ্কন ও কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বিদ্যালয়ের এই অনুষ্ঠানগুলিতে ছাত্রছাত্রীরা যেমন স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে অংশগ্রহণ করেছিল তেমনি স্থানীয় গ্রামবাসীরা তথা পঞ্চায়েত সদস্যরাও অংশগ্রহণ করেছিলেন।

১১। মায়েদের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

স্থানীয় কমিউনিটির সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের উদ্যোগ হিসেবে ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকদের নিয়েও বিদ্যালয়গুলির তরফে এই ধরনের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা করা হয়েছে । প্রথম ধাপে শুধুমাত্র মায়েদের নিয়ে আপাতত দুটি প্রথমিক বিদ্যালয়ে এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতা করা হয়েছে। এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় পঞ্চায়েত সদস্যরা ছাড়াও বালুরঘাট পশ্চিম চক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শকও উপস্থিত ছিলেন । পরবর্তীতে অন্যান্য বিদ্যালয়ে এই ধরণের ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হবে।

১২। খাতা বইপত্র বিতরণ

পঞ্চায়েতের তরফে স্থানীয় বিদ্যালয়গুলিতে গরিব ছাত্রছাত্রীদের খাতা, বইপত্র, পেন ইত্যাদি বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে। সেইসঙ্গে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ হিসেবে টুথ পেস্ট ও ব্রাশ বিতরণ করা হচ্ছে ।

স্কুলছুটদের নিয়ে বিভিন্ন কাজকর্ম

শিক্ষাঙ্গনে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করার পাশাপাশি আমরা আমাদের অঞ্চলের মাধ্যমিক অনুত্তীর্ণ ১৫ বছর থেকে ৩০ বছর পর্যন্ত স্বপ্নহীন, দিশাহীন কিশোর কিশোরী, পুরুষ মহিলাদের নিয়ে তারা যাতে নতুন কিছু শিখে

এক নতুন পথে এগুতে পারে সেই রকম নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। ২০১৩ থেকে এখনও পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে আমাদের গ্রাম পঞ্চায়েত কমবেশী ২০০ অধিক এমন কিশোর কিশোরী, পুরুষ মহিলা্দের এই উদ্যোগে সামিল করতে পেরেছে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে আমরা মনে করছি বিশেষত মহিলারা বাড়িতে থেকে নতুন নানা জিনিষ শিখে কিছু অতিরিক্ত আয়ের মাধ্যমে পরিবারে কিছুটা স্বচ্ছলতার পথ দেখাবে।

শুরুর কথাঃ

সকল গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য ও কর্ম চারীবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা ও সহমত তৈরি করে তাদের সহায়তায় ও অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভস এর প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য স্পারের সহযোগিতায় পাড়া বৈঠকের মাধ্যমে আমরা আমাদের অঞ্চলের মাধ্যমিক অনুত্তীর্ণ ১৫ বছর থেকে ৩০ বছর পর্যন্ত স্বপ্নহীন, দিশাহীন কিশোর কিশোরী, পুরুষ মহিলা্দের চিহ্নিতকরণ করতে শুরু করি বিভিন্ন বিষয়ে হাতে কলমে দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে তাদের নানা রকম গ্রামীণ জীবন-জীবিকা নির্বাহের উপযোগী পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য। যে ধরণের উদ্যোগগুলি আমরা গ্রহণ করেছি তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিচে তুলে ধরা হল।

মার্কেট গার্ডেন - ১২১ জন স্কুলছুট প্রশিক্ষণ পেয়েছে তাদের মধ্যে ৯২ জন ৩৬ বিঘা জমিতে মার্কেট গার্ডেন করে এবং ফসল উৎপাদন হয় ২৩২৪০ কেজি। এরমধ্যে ১৫২০০ কেজি বিক্রি করে আয় করেছে ১৩৬৮০০ টাকা এবং নিজেরা খেয়েছে ৬৮৪০ কেজি ও বিলিয়েছে ১২০০ কেজি ।

নতুন ফসল চাষ - ৩৩ জন স্কুলছুট ২ বিঘা ৩ কাঠা জমিতে নতুন ফসল চাষ করে এবং ফসল উৎপাদন হয় ১১৭৭ কেজি। এরমধ্যে ৪৮০ কেজি বিক্রি করে আয় করেছে ৪৮৭৬ টাকা এবং নিজেরা খেয়েছে ৫১০ কেজি ও বিলিয়েছে ১৮৭ কেজি।

নার্সারি - ৯১ জন স্কুলছুট প্রশিক্ষণ পেয়েছে তাদের মধ্যে ৭২ জন করেছে।

ক) সব্জি নার্সারি

৭২ জন লঙ্কা, বেগুন, পাকচই, ব্রকলি, টমেটো, ক্যাপ্সিকাম, TPS, পুঁই, পিঁয়াজ ইত্যাদি ফসলের মোট ৪২০৩০টি চারা করে নিজের জমিতে লাগিয়েছে ৪১৮৩০ টি চারা এবং ৪২০ টি চারা বিক্রি করে আয় করেছে ৮৪০ টাকা।

খ) ফল গাছের নার্সারি

৭ জন পেঁপে, বেদানা, আমলকি, নজনে, লেবু ইত্যাদি ফলের মোট ৯১৯০টি চারা করে নিজের জমিতে লাগিয়েছে ৭১০ টি চারা এবং ৫৯০ টি চারা বিক্রি করে আয় করেছে ৪২২০ টাকা । নষ্ট হয়েছে ৬৩৫৫ টি চারা ও বিলিয়েছে ৪২২০ টি চারা।

গ) গাছের নার্সারি

৬ জন আসবাবি গাছের মোট ২২৬০০টি চারা করে নিজের জমিতে লাগিয়েছে ৩৯০০টি চারা এবং ৩৮০০ টি চারা বিক্রি করে আয় করেছে ২৬৬০০ টাকা। নষ্ট হয়েছে ২৬৬০০ টি চারা ও বিলিয়েছে ৪০০ টি চারা।

ফলের বাগান - ৬ জন পেঁপে, নজনে, কলা লেবু ইত্যাদি ফলের মোট ৭১০টি চারা ১.৫ বিঘা নিজের জমিতে লাগিয়েছে । এতে উৎসাহিত হয়ে ৬ জন গ্রামবাসী তাঁদের নিজের উদ্যোগে ৪ টি পেঁপে বাগান ও ২ টি কলাবাগান তৈরি করেছে ।

বৃক্ষ রোপণ – ২ জন গামার, আকাশমণি ইত্যাদি আসবাবি গাছের মোট ৩৯০০টি চারা ১৮ বিঘা নিজের জমিতে লাগিয়েছে ।

কাটিং কলম – ৭ জন স্কুলছুট লেবু, পেয়ারা, বাঁশ, জাম, লিচু ইত্যাদি গাছের কলম করার প্রশিক্ষণ পেয়েছে তাদের মধ্যে ১ জন লেবু গাছের মোট ৩১টি কলম চারা করে নিজের জমিতে লাগিয়েছে ১টি চারা এবং ৩০ টি চারা বিক্রি করে আয় করেছে ২৪০০ টাকা।

প্রাণীখাদ্য - ৯৩ জন স্কুলছুট এ্যাজলা ও কেঁচো সার তৈরি করার প্রশিক্ষণ পেয়েছে তাদের মধ্যে ৯ জন এ্যাজলা করেছে ও গরু, ছাগল, হাঁস কে খাইয়েছে এবং ১ জন কেঁচো সার তৈরি করে নিজের জমিতে চাষের কাজে লাগিয়েছে। এই উদ্যোগকে গ্রাম পঞ্চায়েত MGNRGES এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছে ।

জৈব সার - ৯২ জন স্কুলছুট জৈব সার তৈরি করার প্রশিক্ষণ পেয়েছে তাদের মধ্যে ৭৩ জন জৈব সার তৈরি করে নিজের জমিতে কাজে লাগিয়েছে । এর দেখাদেখি কিছু গ্রামবাসী জৈব সার প্রয়োগ করে চাষ করছে এবং জৈব পদ্ধতিতে চাষের প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

ক) কেঁচোসার

১২ জন স্কুলছুট কেঁচো সার তৈরি করার প্রশিক্ষণ পেয়েছে তাদের মধ্যে ১ জন কেঁচো সার তৈরি করে নিজের জমিতে চাষের কাজে লাগিয়েছে।

এই উদ্যোগকে গ্রাম পঞ্চায়েত MGNRGES এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছে।

খ) গোবর জল

৩৩ জন স্কুলছুট গোবর জল তৈরি করার প্রশিক্ষণ পেয়েছে তাদের মধ্যে ২৯ জন গোবর জল তৈরি করে নিজের জমিতে চাষের কাজে লাগিয়েছে।

গ) গোমূত্র

৪০ জন স্কুলছুট গোমূত্র তৈরি করার প্রশিক্ষণ পেয়েছে তাদের মধ্যে ১৯ জন গোমূত্র তৈরি করে নিজের জমিতে চাষের কাজে লাগিয়েছে।

কীট রোধক – ৮১ জন স্কুলছুট নিমের দ্রবন, বিভিন্ন পাতার দ্রবন, সাবান কেরোসিনের দ্রবন তৈরি করার প্রশিক্ষণ পেয়েছে তাদের মধ্যে ২৫ জন কীট রোধক তৈরি করে নিয়মিত ভাবে ব্যবহার করছে ।

প্রাণী পালন –

ক) মুরগিপালন

২ জন স্কুলছুট মুরগিপালন করার প্রশিক্ষণ পেয়েছে তাদের মধ্যে ১ জন৮০ টি RIR মুরগি দিয়ে পঞ্চায়েত সহযোগিতা করেছিল কিন্তু সে সফল হয়নি।

খ) হাঁস পালন

৪ জন স্কুলছুট হাঁস পালন করার প্রশিক্ষণ পেয়েছে। সেই ৪ জনকে ৪০ টি খাকি ক্যাম্বল হাঁসের ডিম দিয়ে দেশীয় পদ্ধতিতে ডিম ফুটিয়ে ৫ টি হাঁসের বাচ্চা পাওয়া গেছে যা পঞ্চায়েত সহযোগিতা করেছিল ।

মাছ চাষ – পঞ্চায়েত দক্ষিণ দিনাজপুর কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের সহায়তায় একটি মাছ চাষের প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। এই প্রশিক্ষনে ২৫ জন স্কুলছুট অংশগ্রহণ করে। পঞ্চায়েত এই স্কুলছুটদের নিয়ে মাছ চাষের পরিকল্পনা গ্রহণ করতে চলেছে।

খাদ্যসুরক্ষা প্রকল্প

২০১৫ সালে ফুলঘরা সংসদে এই উদ্যোগ পরীক্ষা মূলক ভাবে চিহ্নিত ৮০টি গরিব পরিবার এর মধ্যে আগ্রহী ৩০টি পরিবার নিয়ে প্রাথমিক ভাবে কাজ শুরু করা হয়েছিল, তাঁর বিবরণ নিচে দেওয়া হল। ২০১৬ সালে আমরা ১৬ টি সংসদে এই উদ্যোগ শুরু করতে চলেছি।

রবি ২০১৫ মরশুম

১) পুষ্টি বাগান

একটি সংসদের দুটি কার্যকারী দলের ১০ টি গরিব পরিবার এবং ২০টি ব্যাক্তিগত পরিবার পুষ্টি বাগান করেছে । গরিব পরিবারদের মধ্যে সব্জি খাওয়ার প্রবণতা বেড়েছে ।

২) ডাল শস্য চাষ

৩টি কার্যকরী দলের ১৩টি পরিবার জমির আলে অরোহর চাষ করছে ।

৩) প্রাণী পালন

৬টি গরিব পরিবার ৬০টি খাকি ক্যাম্বেল হাঁসের ডিম দেশীয় পদ্ধতিতে ফুটিয়ে ২৭টি বাচ্চা বের করেছে ।

প্রাক খরিফ ও খরিফ ২০১৫ মরশুম

১) নার্সারি

সাতটি কার্যকারী দলের ৩০টি পরিবার আসবাবি, জ্বালানি, ফল, পশুখাদ্য মোট ৯ ধরণের মোট ৪২৩৬টি চারা তৈরি করে ৫০০০ টাকা আয় করেছে। লাগিয়েছে ১১৬৫টি চারা । এর ফলে কিছু গরিব পরিবার নার্সারি করতে আগ্রহী হয়েছে।

২) ফলের বাগান

দুটি কার্যকারী দলের মোট ১০টি পরিবার ২০০টি ফলের (পেঁপে, কাঁঠাল, নজনে) চারা লাগিয়ে বাগান করেছে। এর ফলে কিছু গরিব পরিবার ফলের বাগান করতে আগ্রহী হয়েছে।

৩) বাড়িতে লাগানো ফলের গাছ

৩০টি পরিবার মোট ৩০০টি ফলের (পেঁপে, আম, কাঁঠাল, নজনে) চারা লাগিয়েছে। এর ফলে কিছু গরিব পরিবার ফল গাছ করতে আগ্রহী হয়েছে।

৪) নিজের জমিতে লাগানো আসবাবি গাছ

২৫টি পরিবার মোট ৬৬৫টি আসবাবি (মেহগনি, আকাশমণি, গামার) গাছের চারা লাগিয়েছে।

৫) কলম তৈরি

শিক্ষানবিশ সহ ২৪টি গরিব পরিবারকে লেবু, পেয়ারা ও বাঁশের কলম তৈরি করা শেখানো হয়েছে । তাঁর মধ্যে থেকে ১৪টি পরিবার ৪৪টি কলম করেছে। এরফলে কিছু গরিব পরিবারও কলম করতে আগ্রহী হয়েছে।

৬) অ্যাজোলা

২০টি পরিবার ও শিক্ষানবিশ সহ শিক্ষানবিশের বাড়িতে ট্রেনিং ও তৈরি করানো হয়েছে ।

আমরা উপরোক্ত খাদ্য সুরক্ষা প্রকল্পের কাজে যথাযথ অগ্রগতি হওয়ায় ২০১৬ সালে আমরা ১৬ টি সংসদে এই উদ্যোগ শুরু করতে চলেছি ।

পঞ্চায়েতের কর্মী ও সদস্যবৃন্দ

প্রধান –	শ্রী পিন্টু বসাক, কাঞ্চালশি
উপ- প্রধান –	শ্রীমতী সঙ্গীতা রায় (বসাক), খাসপুর
সদস্য –	১) শ্রী দিলীপ বার্লা, কালিকাপুর
	২) শ্রী পিন্টু সরকার, ফুলঘরা
	৩) শ্রীমতী কমলি দাস (সরকার) পার্বতিপুর
	৪) শ্রী সুকুমার বিশ্বাস, দোগাছি
	৫) শ্রীমতী জ্যোৎস্না হাঁসদা, বোয়ালদার
	৬) শ্রী গোপিনাথ মণ্ডল, দুর্লভপুর
	৭) শ্রীমতী প্রতিমা বসাক, ভাটরা
	৮) শ্রী মন্টু কুজুর, ওসাইল
	৯) শ্রীমতী পম্পা সরকার, সোদপুর
	১০) শ্রীমতী বাসন হাঁসদা, কাশীপুর
	১১) শ্রী প্রদীপ দাস, রাজুয়া
	১২) শ্রীমতী জাহানারা মুন্সী, রাজাপুর
	১৩) শ্রীমতী কাজলি পাহান, দুর্লভপুর উত্তর চকভবানি
	১৪) শ্রীমতী অলকা হাঁসদা, আসইর
শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য সঞ্চালক –	শ্রীমতী জ্যোৎস্না হাঁসদা
নারী ও শিশুকল্যান সঞ্চালক –	শ্রীমতী প্রতিমা বসাক
কৃষি সঞ্চালক –	শ্রী মন্টু কুজুর
শিল্প ও পরিকাঠামো সঞ্চালক –	শ্রীমতী পম্পা সরকার
নির্বাহী সহায়ক –	শ্রী অসীম কুমার মজুমদার
সচিব –	শ্রী বিদ্যুৎ সরকার
নির্মাণ সহায়ক –	শ্রীমতী শুক্লা কুণ্ডু (লাহা)
সহায়ক –	শ্রী প্রদীপ ওরাও
গ্রাম পঞ্চায়েত কর্মী –	শ্রী ভগীরথ বর্মণ
গ্রাম পঞ্চায়েত কর্মী -	শ্রী মহিদুর রহমান মণ্ডল

চুক্তি ভিত্তিক কর্মী

জীবিকা সেবক –	শ্রী কুন্তল মজুমদার
গ্রাম রোজগার সেবক –	শ্রী অভিজিৎ মণ্ডল
ভি এল ই/ভি এল ডি ও –	শ্রী হর্ষনাথ রায়
এস টি পি –	শ্রী রাণা মজুমদার
ট্যাক্স কালেক্টর –	২ জন
সুপারভাইজার (MGNRGES) -	৬৪ জন
অফিস এ্যাটেন্ডেন্ট –	শ্রীমতী লিলি মণ্ডল
অফিস এ্যাটেন্ডেন্ট -	শ্রীমতী সন্ধ্যা মণ্ডল

'... মানুষের কাছে যাও

তাদের মধ্যে থাকো

মানুষের কাছ থেকে শেখো

তাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা থেকে শুরু করো

মানুষের যা আছে সেটাকেই সমৃদ্ধ করো।

মনে রেখো,... ভালো নেতা সেই

যার কাজ শেষ হয়ে গেলে

মানুষ বলে যে, আমরাই করেছি।'

AHEAD Initiatives

5/1/2G, Cornfield Road, Kolkata: 700019, Tel: +91 33 4067 0369